শিশু হাসান সম্পূর্ণ সুস্থ মা-বাবার কাছে হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বহুল আলোচিত জমজ শিশু হাসান ও হোসেনের অপারেশন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হাসানকে ৪ মাস ২ দিন বয়সে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার পিতা-মাতার কাছে তুলে দিয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে গতকাল এক অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা জগতে পেটে জোড়া লাগানো বিরল যমজ শিশু (হাসান-হোসেন)কে অপারেশনের মাধ্যমে পৃথক করে উপমহাদেশের

চিকিৎসা শাস্ত্রে স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছেন। হাসানের শারীরিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সংবাদ তার পিতা-মাতার পাশাপাশি আনন্দিত করেছে বিশ্বের চিকিৎসকসহ জনসাধারণকে। আজ সেই আনন্দকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেইন এমপি, ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান এ এন এম এ জাহের, এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট আবদুর রকীব ও ডাঃ বেলায়েত হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ইসলামী ব্যাংক বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর ভাইস চেয়ারম্যান মীর কাসেম আলীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে অপারেশন টিমের নেতৃত্বদানকারী সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন তার অপারেশন অনুভূতি বর্ণনা করেন। খুলনার দরিদ্র ভ্যান চালক আবদুল হালিমের এই জমজ সন্তানের চিকিৎসার জন্য ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৩ জুন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ মোঃ হারুন অর রশীদের সভাপতিত্বে শিশু দু'টির অপারেশনের বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। সদস্যরা হলেন ডাঃ রুহুল আমিন, জেনারেল সার্জন ডাঃ আবু জাফর, ডাঃ আঃ ওহাব খান, শিশু বিশেষজ্ঞ আহম্মেদ মর্তুজা, ডাঃ আতিয়ার রহমান, ডাঃ লুৎফুল কবীর ও ডাঃ নওফেল ইসলাম।

ছোট শিশুটির অবস্থা দিন দিন খারাপ হওয়ার কারণে উক্ত বোর্ড সকল দিক বিবেচনা করে শিশু দুটির জরুরী অপারেশনের তারিখ ২৪ জুন নির্ধারণ করেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৪ জুন দুপুর ২টা ৩০ মিঃ থেকে অপারেশন শুরু হয়। পিজি হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক পেডিয়াট্রিক সার্জন ডাঃ মোঃ রুহুল আমিনের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়েছে। তার সাথে ছিলেন শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ তাছনিম আরা, ডাঃ মোঃ সাহাদাত হোসেন, ডাঃ দিদারুল ইসলাম, ডাঃ মোস্তাক আহম্মেদ, জেনারেল সার্জন ডাঃ আবু জাফর, ডাঃ আঃ ওহাব খান, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ লুৎফুল কবীর, ডাঃ আহমেদ মর্তুজা চৌধুরী, ডাঃ আতিয়ার রহমান, সহকারী অধ্যাপক ডাঃ আব্দুর রহমান, ডাঃ এ বি এম মাকসুদুল আলম, ডাঃ আঃ জলিল, ডাঃ জাকির হোসেন এবং পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে ডাঃ এম এ জায়গীরদার ও ডাঃ হারুন অর রশীদ।

অস্ত্রোপচারের পরপরই হাসানকে ঢাকা নিওনেটাল হাসপাতালে এবং হোসেনকে সালাউদ্দিন হাসপাতালে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়েছিল। অপারেশনের পঞ্চম দিন গত ২৯ জুন ছোট শিশু (হোসাইন) রাত ২টা ১৫ মিঃ ঢাকা পেডিয়েট্রিক এন্ড নিওনেটাল হাসপাতালে আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২ মাস ২ দিন। তবে হাসান ক্রমশ ভাল হয়ে উঠতে থাকে। হোসেনের (ছোট শিশুটি) দেহ থেকে পৃথকের পর হাসানের পেটের দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৪ ইঞ্চির মত কাটা অংশটুকু এখন সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। প্রথমে চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন এজন্য আরও একটি অপারেশন করতে হবে। তবে এখন আর তার প্রয়োজন হয়নি।

প্রোলিন মেসের মাধ্যমে ক্ষতটা পূরণ হয়ে গেছে। এদিকে বাচ্চাটিকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জাপানী নার্স ইট্সুকো কুবো ও মাতুয়াইল শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের দু'জন নার্স দ্বারা ৭ দিনব্যাপী ট্রেনিং-এর আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমানে হাসান

মায়ের দুধ খাচ্ছে এবং বাচ্চার যে পরিমাণ খাবারের দরকার তা মায়ের দুধই যথেষ্ট। বাইরের খাবার প্রয়োজন হচ্ছে খুব সামান্য।

চিকিৎসকরা হাসানের বেড়ে উঠার ছন্দময় অগ্রগতিকে শিশুদের বেড়ে উঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছেন। এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে গঠন করা হয়েছিল ১১ সদস্যের একটি সার্বক্ষণিক টিম। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহাঃ হারুন অর রশীদ, শিশু সার্জন ডাঃ মোহাঃ রুহুল আমীন, এনেসথেসিয়া কনসালটেন্ট ডাঃ মোহাঃ আব্দুর রহমান, ডাঃ আব্দুল জলিল, ৩ জন মেডিকেল অফিসার ও ৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং শুরু থেকে এই সার্বিক ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালের সিনিয়র সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট মুহাম্মদ আফতাবুর রহমান নিয়োজিত ছিলেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন যে, দেশে মেধা রয়েছে। এই মেধাকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে মানুষ চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে আসবে, ইনশাল্লাহ। সম্পূর্ণ সুস্থ শিশু হাসানকে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টিএন্ডটি মন্ত্রীর কোলে দেন এবং মন্ত্রী শিশু হাসানকে তার মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করেন। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন জমজ অপারেশন এবং হাসানের পেছনে এ পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ টাকা ব্যয় করেছে এবং হাসানের লেখা-পড়ার যাবতীয় ব্যয় বহন করার ঘোষণা দিয়েছে।১৫ মিঃ ঢাকা পেডিয়েট্রিক এন্ড নিওনেটাল হাসপাতালে আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২ মাস ২ দিন। তবে হাসান ক্রমশ ভাল হয়ে উঠতে থাকে। হোসেনের (ছোট শিশুটি) দেহ থেকে পৃথকের পর হাসানের পেটের দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৪ ইঞ্চির মত কাটা অংশটুকু এখন সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। প্রথমে চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন এজন্য আরও একটি অপারেশন করতে হবে। তবে এখন আর তার প্রয়োজন হয়নি।

প্রোলিন মেসের মাধ্যমে ক্ষতটা পূরণ হয়ে গেছে। এদিকে বাচ্চাটিকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জাপানী নার্স ইট্‌সুকো কুবো ও মাতুয়াইল শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের দু'জন নার্স দ্বারা ৭ দিনব্যাপী ট্রেনিং-এর আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমানে হাসান মায়ের দুধ খাচ্ছে এবং বাচ্চার যে পরিমাণ খাবারের দরকার তা মায়ের দুধই যথেষ্ট। বাইরের খাবার প্রয়োজন হচ্ছে খুব সামান্য।

চিকিৎসকরা হাসানের বেড়ে উঠার ছন্দময় অগ্রগতিকে শিশুদের বেড়ে উঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছেন। এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে গঠন করা হয়েছিল ১১ সদস্যের একটি সার্বক্ষণিক টিম। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহাঃ হারুন অর রশীদ, শিশু সার্জন ডাঃ মোহাঃ রুহুল আমীন, এনেসথেসিয়া কনসালটেন্ট ডাঃ মোহাঃ আব্দুর রহমান, ডাঃ আব্দুল জলিল, ৩ জন মেডিকেল অফিসার ও ৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং শুরু থেকে এই সার্বিক ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালের সিনিয়র সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট মুহাম্মদ আফতাবুর রহমান নিয়োজিত ছিলেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন যে, দেশে মেধা রয়েছে। এই মেধাকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে মানুষ চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে আসবে, ইনশাল্লাহ। সম্পূর্ণ সুস্থ শিশু হাসানকে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টিএন্ডটি মন্ত্রীর কোলে দেন এবং মন্ত্রী শিশু হাসানকে তার মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করেন। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন জমজ অপারেশন এবং হাসানের পেছনে এ পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ টাকা ব্যয় করেছে এবং হাসানের লেখা-পড়ার যাব